বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-২/২০১৬

জনাব রহমত আলী — ফরিয়াদী
গ্রাম ঃ নোয়াগাও,
পোষ্ট ঃ দশঘর,
উপজেলা ঃ বিশ্বনাথ,
জেলা ঃ সিলেট।

বনাম

জনাব মোঃ খালেদ মিয়া, — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক,
মাসিক মাকুন্দা,
গ্রাম ঃ নোয়াগাও,
পোষ্ট ঃ সিংগের কাচ বাজার,
উপজেলা ঃ বিশ্বনাথ,
জেলা ঃ সিলেট।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার — সদস্য।
৩। জনাব আকরাম হোসেন খান — সদস্য।
৪। ড. মোঃ খালেদ — সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব নবাব সালেহ আহমদ, ২৫, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), ঢাকা।
প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ২৫/০৫/২০১৬, ৩১/০৮/২০১৬, ১৯/১০/২০১৬ ও ২৬/১০/২০১৬।
রায়ের তারিখ ঃ ২৯/১১/২০১৬।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

মাসিক মাকুন্দা ম্যাগাজিনে ১৬ জুন ২০১৩ইং সংখ্যায় "আমি গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার ও দুর্নীতিবাজদের আর ছাড় দেয়া যায় না" শিরোনামে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী বিচার প্রার্থনা করেন।

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার সিঙ্গেরকাচ এলাকা থেকে প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামে সাক্ষাৎকার মূলক দুটি প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ফরিয়াদী বর্তমানে স্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছে। সেখানে কমিউনিটি ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এ ধরনের বিভিন্ন কার্যক্রম করে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে সাংবাদিকতার পেশায় দীর্ঘদিন থেকে জড়িত আছে। ফরিয়াদী লন্ডনে মাসিক দর্পণ নামে একটি ম্যাগাজিন পত্রিকার সম্পাদক ও মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশে'র ইউকে শাখার প্রেসিডেন্ট। অতি সম্প্রতি "বহির্বিশ্বে আলোকিত বাংলাদেশী" নামক একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ফরিয়াদী দেশে থাকাকালীন সাংবাদিকতার পাশাপাশি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফরিয়াদী এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এরপর শিক্ষকতা পেশায় এবং পরবর্তীতে এ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিদেশ চলে যাওয়ার পরও এ স্কুলের উন্নয়নে ফরিয়াদী সবসময় নিয়োজিত থাকে। সেখানে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র পূর্নমিলনী সহ স্কুলের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন করেছেন ও ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করে থাকেন। দেশে আসার পরও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রেস প্রদান,

চলমান পাতা ০২

ফার্নিচার প্রদানসহ বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেন। প্রমানসরূপ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত রশিদ সংযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ স্কুলের সাথে ফরিয়াদীর সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের ও অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ।

ফরিয়াদী দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থানের পর ২০০৮, ২০১০, ২০১২ সালে এবং এর পরে আরো কয়েকবার দেশে বেড়াতে আসেন। এসময় প্রতিবারই তিনি স্কুলের জন্য সহযোগিতা করেছেন। যার পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত। উক্ত টাকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল হান্নানের কাছে যথোপযুক্ত রিসিটের মাধ্যমে প্রদান করেন। তাহার অব্যাহত অনুদান প্রদানের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় বার অর্থাৎ ২০১২ সালে জানতে পারেন যে তাহার পূর্বের দানকৃত টাকাগুলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্কুলের তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোকদ্দস আলীর মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। ফরিয়াদী বিষয়টি প্রথমে প্রধান শিক্ষক ও পরে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্যদের জানায়। তারা তখন ফরিয়াদীকে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। এতে তাদের সাথে ফরিয়াদীর বেশ মন কষাকষি হয়। ফরিয়াদী তখন এ আত্মসাৎকৃত টাকা উদ্ধারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন বলে অভিমত প্রকাশ করলে তাহার বিরুদ্ধে তারা এ অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্য কয়েকটি ম্যাগাজিন পত্রিকার সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত পত্রিকায় প্রতিবাদ না পাঠিয়ে প্রতিপক্ষের উক্ত মাকুন্দা ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়াস চালায়। আর উক্ত ম্যাগাজিনের সম্পাদক মোঃ খালেদ মিয়া স্বপ্রণোদিত হয়ে উক্ত ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির উল্লেখিত সভাপতি মোকদ্দস আলীর প্রভাবে তা প্রকাশ করেন; যা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, আপত্তিজনক, অসত্য, বানোয়াট এবং সর্বোপরি একতরফা।

ফরিয়াদী বিদেশে থাকার কারণে এ সংবাদটি ও পত্রিকা পেতে দেরী হয়। ফরিয়াদী অনেক খোজাখোজি করে যখন এক কপি ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে তখন এ ব্যাপারে প্রথমে সম্পাদক মোঃ খালেদ মিয়ার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এবং এ ব্যাপারে তাহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দানের কথা বলে। এসময় তিনি উল্লেখ করেন, যেহেতু এ পত্রিকার উপদেষ্টা মোকদ্দস আলী যিনি পত্রিকায় আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন সে কারণে এ সংবাদের প্রতিবাদ বা সংবাদের বিপক্ষের কিছু ছাপানো সম্ভব হবে না। ফরিয়াদী তখন বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের তৎকালীন সভাপতি রফিকুল ইসলাম জুবায়েরকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর কোন সুরাহা না হওয়ায় তিনি ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ প্রতিবাদলিপি পাঠান। যার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ রেজিষ্ট্রারের ডাকযোগের রিসিট সংযুক্ত করেছেন। এ প্রতিবাদলিপি ফরিয়াদী ০১/১২/২০১৫ইং তারিখে পাঠিয়ে এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ না হওয়ায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের স্বরনাপন্ন হতে বাধ্য হন।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার অংশে আমাকে স্কুলের জায়গা জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ জায়গাটি তাহার মৌরসী সম্পত্তি এবং বর্তমানে সেখানে তাহাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং সম্পূর্ণ বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। প্রধান শিক্ষক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাহার কাজে বাধা দিয়ে বিষয়টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চালান। ফরিয়াদীর বিভিন্ন সময়ে টাকাগুলি স্কুলের কাজে ব্যবহার না করে তা আত্মসাৎ করার কৌশল হিসেবে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যা এলাকায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ফরিয়াদীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি নিবেদন করেন যে, উক্ত ম্যাগাজিনে আন্ডারলাইনকৃত অংশগুলি তাহার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এ সংবাদের প্রেক্ষিতে তিনি ডাকযোগে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু তা মোটেও ছাপায়নি। পরিশেষে, প্রেস কাউন্সিলের এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য ফরিয়াদী প্রার্থনা করছেন।

অভিযোগটি মাসিক মাকুন্দা ম্যাগাজিনে ১৬ জুন ২০১৩ইং সংখ্যায় প্রতিচারিত সাক্ষাতকার এর বিরুদ্ধে করেছেন এবং বিগত ১৬/০৩/২০১৬ইং তারিখে অভিযোগটি দাখিল করেছেন। এই অভিযোগটি দায়ের করতে বিলম্বের কারণ দরখাস্তের 'খ' এবং 'গ' দফায় বর্ণনা করেছেন। অভিযোগটি গ্রহণ করা যায় কিনা এ প্রেক্ষিতে মাসিক মাকুন্দায় প্রচারিত সাক্ষাতগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে সাক্ষাতগুলি পরিবেশনের পূর্বে ফরিয়াদীর কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি যা এক তরফা প্রচার করা হয়েছে। ফরিয়াদী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ না করার ফলে তাদের সাক্ষাতগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ ছিল না মর্মে দেখা যাচ্ছে। ফরিয়াদীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করার ফলে অভিযোগটি দায়ের করতে বিলম্বের কারণ বলে দেখা যাচ্ছে। তিনি অভিযোগ বিলম্বে দায়ের করার কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যা সন্তোষজনক। তাই, অভিযোগটি বিচারের জন্য গ্রহণ করা সমীচীন এবং অভিযোগটি উপরোক্ত বিবেচনায় বিচারের জন্য গ্রহণ করা হলো।

চলমান পাতা ০৩

প্রতিপক্ষ সমন পাওয়া সত্ত্বেও হাজির হয়নি এবং জবাব দাখিল করেনি। ফরিয়াদীর পক্ষে তাহার প্রতিনিধি জনাব নবাব সালেহ আহমেদ বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে বক্তব্য পেশ করেন এবং মাসিক মাকুন্দা ম্যাগাজিনে প্রচারিত মোঃ আব্দুল হান্নান এবং মোঃ মকদ্দুছ আলীর সাক্ষাতগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোঃ আবদুল হান্নান এর সাক্ষাতকারগুলির যে অংশের প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন তা হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

"বিদ্যালয় সংলগ্ন এবং রহমতের দোকানের পার্শ্বে খালি স্থানটি স্কুলের রেকর্ডকৃত জমি। উক্ত স্থানটি জোরপূর্বক দখল করে দোকান ঘর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রহমত আলী নিরন্তর ভূমিকা পালন করলে বিদ্যালয় পরিচালানা কমিটির প্রবল প্রতিরোধের মুখে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ভূমি দখলে ব্যর্থ হয়ে লন্ডন চলে যান। সেখান থেকে আমার বিরুদ্ধে, বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, হয়রানীমূলক ও মানহানিকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে মিথ্যা, বানোয়াট প্রতিবেদন পরিবেশন করে যাচ্ছেন। অল্পশিক্ষিত মানুষের পক্ষে একটি খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব।"

তদ্রুপভাবে মোঃ মকদ্দুছ আলীর বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"মকদ্দুছ আলী ঃ রহমত আলী এক সময় এ স্কুলের জুনিয়র শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবত ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রঃশিক্ষক সুরুজ আলীকে এলাকার প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক সরিয়ে তিনি প্রধান শিক্ষক হন। রহমত আলীর প্রধান শিক্ষক হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা না থাকার পরও ছলে বলে কৌশলে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন বিভিন্ন স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রায় ৩৪ জন ছাত্র ছাত্রীকে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাদের স্কুলের নামে এসএসসি পরীক্ষায় প্রেরণ করেন।

দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন কোনো রকমে উত্তীর্ণ হয়। রেজাল্ট চূড়ান্ত খারাপ হওয়ায় কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড আমাদের স্কুলের ওপর ভরাডুবির কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করে। এতে তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ অপকর্মের জন্য তার প্রতি ক্ষিপ্ত হন। সঙ্গত কারণে রেজুলিশনের মাধ্যমে তাকে দুর্নীতির কারণে স্কুল থেকে বহিস্কার করেন। ১৮ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি লিখিতভাবে প্রমাণিত অভিযোগ থেকে মুচলেকার মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে বিদায় হন এমনকি ভবিষ্যতে কখনো অত্র বিদ্যালয়ের কোনোরূপ ক্ষতি সাধন না করার শর্তে নিজ হস্তে অঙ্গিকার নামায় স্বাক্ষর করেন। তার স্বাক্ষরকৃত দলিল এখনো বিদ্যালয়ের সংরক্ষিত ফাইলে অক্ষুন্ন রয়েছে। 'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না" পরবর্তীতে রহমত আলী বিদ্যালয়ের সরকারি অনুদান বন্ধের অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। ফলে শিক্ষকদের বেতন দীর্ঘদিন বকেয়া থাকে। অত্র এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী ও শিল্পপতি তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির উদ্যোগে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।"

সাক্ষাতকারগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে এমন বক্তব্য সাক্ষাতকারগুলির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এই সাক্ষাতকারগুলি প্রচারের পূর্বে ফরিয়াদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এই ধরনের সাক্ষাতকার প্রচারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা সাংবাদিকতার রীতিনীতিতে পড়ে কিন্তু ফরিয়াদীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সাক্ষাতকারগুলি প্রচার করে প্রতিপক্ষ আচরণবিধি লংঘন করেছেন। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদগুলি ছাপায়নি।

ফরিয়াদীর বক্তব্য শুনা হলো এবং দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিপক্ষের পত্রিকা 'মাসিক মাকুন্দা' এ প্রচারিত সাক্ষাতকারগুলিও পর্যালোচনা করা হলো।

পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রতিপক্ষ সাক্ষাতকারগুলির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করে সাক্ষাতকারগুলি পরিবেশন করেছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষকে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ সমন প্রাপ্তির পরও অবজ্ঞা/লংঘন করে হাজির হয়নি। বিচারিক কমিটির সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ার জন্য তিরস্কার করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে।

চলমান পাতা ০৪

প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত সমন অবজ্ঞা করেছে যার ফলে প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধিও লংঘন করেছে। তাই, প্রতিপক্ষ তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। প্রতিপক্ষের এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের জন্য তাঁর পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলযোগ্য।

ফরিয়াদীর দাখিলকৃত সমস্ত কাগজপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীপক্ষ কাগজপত্র দ্বারা তার বক্তব্য প্রমাণে সমর্থ হয়েছেন।

প্রতিপক্ষের এই ধরনের আচরণ হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর বলে কাউন্সিল মনে করে। ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য। তাই সর্বসম্মতিক্রমে মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

একইসঙ্গে আমরা প্রতিপক্ষকে এইরূপ অযাচাইকৃত সাক্ষাতকারগুলি প্রকাশ করার জন্য সতর্ক ও ভর্ৎসনা করা হলো। উপরোক্ত, পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

এ রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে "মাসিক মাকুন্দা" পত্রিকায় রায়টি হুবুহু প্রকাশ করতে এবং একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে প্রেরণের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে রায়ের সহি মহুরী নকল গ্রহণ করে এই রায়টি যে কোন পত্রিকায় নিজ খরচে প্রচার করতে পারেন।

অবগতির জন্য সিলেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট রায়ের একটি অনুলিপি প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(আকরাম হোসেন খান)	(ড. মোঃ খালেদ)	(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য	সদস্য	সদস্য